Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

জিল্লুর রাহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আলিশা ইয়াছমিন

রোলঃ ২১৫০০৫৬৭

৬ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

জিল্লুর রাহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আলিশা ইয়াছমিন

রোলঃ ২১৫০০৫৬৭

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "গীবত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আলিশা ইয়াছমিন, আইডিঃ ২১৫০০৫৬৭ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

জিল্লুর রাহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জিল্লুর রাহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Alisa Yesmin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

আলিশা ইয়াছমিন

আইডিঃ ২১৫০০৫৬৭

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা :	৫
গীবতের পরিচয়	৬
গীবতের মাধ্যমসমূহ	৮
গীবতের ধরনসমূহ	১১
গীবতের প্রকারভেদ	১৩
গীবতের বিধান	১৪
গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা	১৭
গীবত কত প্রকার, এর অপকারিতা এবং প্রতিকার -	২৮
মানুষ কেন গীবত করে	২৯
গীবতের প্রকার	৩০
গীবতের অপকারিতা	৩০
গীবতের প্রতিকার	৩১
পরনিন্দাকারীদের জন্য জান্নাতের দরজা বন্ধ	৩৪

ভূমিকা :

গীবত একটি ভয়াবহ পাপ। সমাজে যেসব পাপের প্রচলন সবচেয়ে বেশী তন্মধ্যে গীবত অন্যতম। এই পাপটি নীরব ঘাতকের মতো। বান্দার অজান্তেই এটা তার নেকীর ভান্ডার নিঃশেষ করে দেয় এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়ে। এটি চুরি-ডাকাতি, সূদ-ঘুষ, যিনা-ব্যভিচার ও মরা মানুষের পঁচা গোশত খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ও নিকৃষ্ট। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হ'ল এই জঘন্য পাপটি মানুষ হরহামেশাই করে থাকে। চায়ের আসর থেকে শুরু করে সোশাল মিডিয়া ও স্বাভাবিক আলাপচারিতায় এটা অনেকের স্বভাবসুলভ আচরণে পরিণত হয়ে গেছে। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদে বসেও অনেকে এই গর্হিত পাপ করতে কুণ্ঠিত হয় না। সমাজের পরিচিত নেককার বান্দাদের মধ্যেও খুব কম মানুষই গীবতের এই নোংরা পাপ থেকে বাঁচতে পারে। নবী-রাসূল ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষই দোষ-ত্রুটি ও ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু ইসলাম সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। এমনকি সেই দোষচর্চা শ্রবণ করাকেও নিষিদ্ধ করেছে। বক্ষমাণ নিবন্ধে আমরা গীবতের বিবিধ অনুসঙ্গ নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

গীবতের পরিচয়

‘গীবত’ (الغِيْبَةُ) আরবী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হ’ল- পরনিন্দা করা, দোষচর্চা করা, কুৎসা রটনা, পেছনে সমালোচনা করা, দোষারোপ করা, কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলো অন্যের সামনে তুলে ধরা।[1]

গীবতের পারিভাষিক অর্থ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ ‘তোমরা কি জান গীবত কী? ছাহাবীগণ বললেন, ‘(এ ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন’। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ‘(গীবত হচ্ছে) তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা, যা সে অপসন্দ করে’। জিজ্ঞেস করা হ’ল- أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ ‘আমি যা বলছি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহ’লে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ ‘তুমি তার (দোষ-ত্রুটি) সম্পর্কে যা বলছ, সেটা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহ’লে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি সেই (ত্রুটি) তার মধ্যে না থাকে, তাহ’লে তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে’।[2]

ইমাম মুহিউদ্দীন নববী (রহঃ) বলেন, ‘গীবত হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা, যা সে অপসন্দ করে। চাই সেই দোষ-ত্রুটির সম্পর্ক তার দেহ-সৌষ্ঠব, দ্বীনদারিতা, দুনিয়া, মানসিকতা, আকৃতি, চরিত্র, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, স্ত্রী, চাকর-বাকর, পাগড়ি, পোষাক, চলাফেরা, ওঠা-বসা, আনন্দ-ফুর্তি, চরিত্রহীনতা, রূঢ়তা, প্রফুল্লতা-স্বেচ্ছাচারিতা বা অন্য যেকোন কিছুর সাথেই হোক না কেন। এসবের আলোচনা আপনি মুখে বলে, লিখে, আকার-ইঙ্গিতে, চোখের ইশারায়, হাত দিয়ে, মাথা দুলিয়ে বা অন্য যেকোন উপায়েই করুন না কেন, তা গীবত’।[3]

মোটকথা কারো মধ্যে যদি সত্যিকারার্থেই কোন দোষ-ত্রুটি থাকে, আর সেটা নিয়ে আলোচনা করা যদি তিনি অপসন্দ করেন, তাহ’লে সেই সত্যি কথাটা অপরকে বলে

দেওয়ার নামই হ’ল গীবত বা পরনিন্দা। আর যদি সেই দোষ তার ভিতর না থাকে, তবে সেটা ‘বুহতান’ বা অপবাদ।

গীবতের কতিপয় পরিভাষা : হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, ‘গীবতের তিনটি ধরন আছে। যার প্রত্যেকটি আল্লাহর কিতাব কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে- গীবত, ইফ্ক এবং বুহতান।

১. **গীবত (পরনিন্দা) :** গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু দোষ-ত্রুটির কথা বলা, যা বাস্তবেই তার মাঝে বিদ্যমান আছে।

২. **ইফ্ক (মিথ্যা রটনা) :** তোমার কাছে কারো দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে যে সংবাদ পৌঁছেছে, সেটা বলে বেড়ানো বা যাচাই না করে অন্যকে বলে দেওয়া। (যেমন- মা আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে ঘটেছিল)।

৩. **বুহতান (অপবাদ) :** রাসূলের উক্তি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা, যা তার মাঝে নেই’।[4] তবে গীবতের আরো কিছু পরিভাষা আছে। যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

৪. **নামীমাহ (চোগলখুরী) :** পরস্পরের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অরেকজনকে বলা। এটাকে নামীমাহ বা চোগলখুরী বলা হয়।[5] ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, ‘অনেকে ইখতিলাফ করেন যে, ‘গীবত’ ও ‘নামীমাহ’ কি একই জিনিস নাকি ভিন্ন কিছু? এ ব্যাপারে সঠিক কথা হ’ল উক্ত দুই পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ‘নামীমাহ’ হ’ল ফাসাদ সৃষ্টি করার মানসিকতা নিয়ে একজনের অপসন্দনীয় কথা অন্যকে বলে দেওয়া, সেটা জেনে হোক বা না জেনে হোক। আর ‘গীবত’ হ’ল কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, যা সে অপসন্দ করে। এখানে সূক্ষ্ম পার্থক্য হ’ল- ‘নামীমাহ’-তে দ্বন্দ্ব বা অশান্তি সৃষ্টি করার হীন উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু ‘গীবতে’ সেই উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে’।[6] নামীমাহ ধরনগত দিক থেকে গীবতের মতো হ’লেও ভয়াবহতার দিক দিয়ে এটা গীবতের চেয়েও মারাত্মক ও সমাজবিধ্বংসী কর্মকান্ড। কেননা চোগলখুরীর মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা, মারামারি, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তির দাবানল জ্বলে ওঠে।

৬. হুমাযাহ ও লুমাযাহ : পবিত্র কুরআনের ‘সূরা হুমাযাহ’-তে এই দু’টি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। ‘হুমাযাহ’ শব্দের অর্থ হ’ল ‘সম্মুখে নিন্দাকারী’। আর ‘লুমাযাহ’ শব্দের অর্থ হ’ল ‘পিছনে নিন্দাকারী’। আবুল ‘আলিয়াহ, হাসান বাছরী, রবী‘ বিন আনাস, মুজাহিদ, আত্বা প্রমুখ বিদ্বান বলেন, الْهُمَزَةُ: الَّذِي يَغْتَابُ وَيَطْعَنُ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ، وَاللُّمَزَةُ: الَّذِي يَغْتَابُهُ مِنْ خَلْفِهِ إِذَا غَابَ، ‘হুমাযাহ’ হ’ল সেই ব্যক্তি, যে মানুষের মুখের উপর নিন্দা করে এবং দোষারোপ করে। আর ‘লুমাযাহ’ হ’ল সেই ব্যক্তি যে পিছনে তার অনুপস্থিতিতে নিন্দা করে’।[7]

৭. শাত্ম : ‘শাত্ম’-এর অর্থ হ’ল- তিরস্কার করা, ভৎর্সনা করা, গালি দেওয়া, ব্যঙ্গ করা, কটূক্তি করা। অর্থাৎ সত্য কথার বিপরীতে কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, সেটা নিয়ে ঠাট্টা করা বা কটূক্তি করাকে ‘শাত্ম’ বলা হয়।[8] সাধারণ মানুষকে নিয়ে কটূক্তি করলে সেটা মহাপাপ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে যদি কেউ কটূক্তি করে, তাহ’লে তাকে হত্যা করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে পৃথিবীর সকল মাযহাবের সকল আলেম একমত। রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গকারীকে ‘শাতিমুর রাসূল’ বলা হয়।[9]

গীবতের মাধ্যমসমূহ

গীবতের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে, যেগুলোর সাহায্যে মানুষ অপরের গীবত করে থাকে। আলেমদের মতে গীবতের মূল মাধ্যম চারটি :

১. জিহবার গীবত : গীবতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হ’ল জিহবা। আলাপচারিতা, কথা-বার্তা ও বক্তৃতায় যবানের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী গীবত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الـمَشْرِقِ، ‘নিশ্চয়ই বান্দা কখনো কখনো এমন কথা বলে ফেলে, যার পরিণাম সে চিন্তা করে না। অথচ এ কথার মাধ্যমে সে জাহান্নামের গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যার দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের সমপরিমাণ’।[10] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، ‘বান্দা কখনো আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক এমন কথা বলে ফেলে,

যার গুরুত্ব সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ এ কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।[11] আল্লাহর কিতাব ও রাসূলকে নিয়ে উপহাস করা, গীবত পরনিন্দা বা চোগলখুরি, গালি দিয়ে মুসলিমকে কষ্ট দেওয়াসহ প্রভৃতি কথার মাধ্যমে বান্দা গুরুতর পাপ করে ফেলে। তাই জিহবার হেফাযত অত্যন্ত যরূরী।[12]

২. **অন্তরের গীবত :** কুধারণা, হিংসা, অহংকার এবং কেউ গীবত করলে সেটা অন্তর দিয়ে মেনে নেওয়া বা তা সমর্থন করার মাধ্যমে অন্তরের গীবত হয়। ইবনে হাজার হায়তামী (রহঃ) বলেন, الْغِيبَةُ بِالْقَلْبِ هِيَ أَنْ تَظُنَّ بِهِ السُّوْءَ 'অন্তরের গীবত হচ্ছে কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করা'।[13] ইমাম মাক্বদেসী (রহঃ) বলেন, قد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك سوء الظن بالمسلمين، 'মুসলিমদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করার মাধ্যমে অন্তরের গীবত সংঘটিত হয়'।[14] ইমাম গাযালী বলেন, মুখের ভাষায় গীবত বা পরনিন্দা করার ন্যায় মনে মনে কুধারণা পোষণ করাও হারাম। অর্থাৎ ভাষার ব্যবহারে কারো গীবত করা যেমন হারাম, অনুরূপভাবে মনে মনে কাউকে খারাপ বলা বা খারাপ ধারণা করাও হারাম'। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ কর না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত কর না' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। মহান আল্লাহ একমাত্র গায়েব জানেন এবং মানুষের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনের খবর রাখেন। আর ইবলীসের কাজ হচ্ছে বান্দাকে ধোকা দিয়ে তার মনের মধ্যে মন্দ ধারণা প্রোথিত করা। আর বান্দা যদি কারো প্রতি খারাপ ধারণা করে ফেলে, তাহ'লে ইবলীসকে সত্যায়ন করা হয়ে যায়। আর ইবলীসকে সত্যায়ন করা হারাম। ফলে কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করাও হারাম। কারণ কুধারণার মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি বা গোয়েন্দাগিরি করার মানসিকতা গড়ে ওঠে, যা আরেক ধরনের কাবীরা গুনাহ। তাই আল্লাহ অত্র আয়াতে কুধারণার মাধ্যমে অন্তরের গীবত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি ও ছিদ্রান্বেষণ করতে নিষেধ করেছে। তারপর বিশেষভাবে গীবত না করার আদেশ প্রদান করেছেন।[15]

৩. **ইশারা-ইঙ্গিতের গীবত :** কখনো কখনো চোখ, হাত ও মাথার ইশারার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, دَخَلَت امْرَأَةٌ قَصِيرَةٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقُلْتُ بِإِبْهَامِي هَكَذَا، وَأَشَرْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَصِيرَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَبْتِهَا، 'একজন খাটো মহিলা (আমাদের ঘরে) প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসেছিলেন। আমি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে এভাবে ইশারা করে বললাম, أَنَّهَا قَصِيرَةٌ 'সে তো বেঁটে মহিলা'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তো তার গীবত করে ফেললে'।[16] অপর বর্ণনায় সেই আগন্তুক মহিলার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ: تَعْنِي قَصِيرَةً، 'ছাফিইয়াহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, তিনি এরূপ অর্থাৎ খাটো প্রকৃতির। তিনি বললেন, لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، 'তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যদি তা সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، '(আরেক দিন) আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করলাম। তিনি বললেন, আমাকে এতো এতো সম্পদ দেওয়া হ'লেও আমি কারো অনুকরণ পসন্দ করবো না'।[17] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'আয়েশা (রাঃ) গীবত করার উদ্দেশ্যে ছাফিয়্যা (রাঃ)-এর দোষ বর্ণনা করেননি; বরং বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তার ব্যাপারে খবর দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তথাপি সেটা গীবতের পর্যায়ভুক্ত ছিল'।[18] সুতরাং গীবতের প্রকাশ হচ্ছে সেই দোষ বর্ণনা দেওয়ার মতোই। সংকেত, অঙ্গভঙ্গি, চোখ টেপা, ইশারা-ইঙ্গিত এবং অপরকে হেয় করা বুঝায় এমন প্রত্যেক কিছুই গীবতের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে গীবতকে সমর্থন দেওয়াও গীবত। কেননা গীবত শ্রবণকারীও গীবতের দায় এড়াতে পারবে না, যদি না সে অন্তর দিয়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখের ভাষায় সেটার প্রতিবাদ করে।[19]

৪. **লেখার মাধ্যমে গীবত :** মানুষের মনের ভাব ও মতামত প্রকাশের একটি বড় মাধ্যম হ'ল লেখা। গাযালী (রহঃ) বলেন, وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين 'লেখার

মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে। কেননা কলম দুই ভাষার একটি’।[20] ড. সাঈদ ইবনে ওয়াহফ আল-কাহত্বানী (রহঃ) বলেন, ‘গীবত শুধু মুখের ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং গীবতকারী যে কোন মাধ্যমে অপরের কুৎসা রটাতে পারেন। হ’তে পারে সেটা ইশারা-ইঙ্গিত, কাজ-কর্ম, অঙ্গ-ভঙ্গি, ভেংচানো, খোঁটা দেওয়া ও লেখালেখির মাধ্যমে অথবা যার নিন্দা করা হচ্ছে তিনি অপসন্দ করেন এমন যে কোন মাধ্যমে’।[21]

গীবতের ধরনসমূহ

গীবত বলা হয় অপরের এমন সমালোচনা, যা শুনলে তার খারাপ লাগবে বা মন খারাপ হবে। এই সমালোচনা অন্যের দৈহিক ত্রুটি, বংশগত দোষ, চারিত্রিক ত্রুটি, কাজ-কর্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া সম্পর্কিত দোষ হ’লেও তা গীবত। গীবতের রকমভেদ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণনা এসেছে। এখানে ইমাম নববী (রহঃ)-এর ‘আল-আযকার’, ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর ‘ইহয়াউ উলূমিদ্দীন’ এবং ‘মাওসূ‘আতুল আখলাক্ব’ থেকে একত্রে এবং সংক্ষিপ্তাকারে গীবতের ধরনগুলো তুলে ধরা হ’ল।-

১. **শারীরিক গঠন বা অবয়বের গীবত :** যেমন তাচ্ছিল্য করে বলা হয়- কানা, খোঁড়া, ল্যাংড়া, লম্বু, খাটো, বাঁটু, কালা, হলদে, ধলা, অন্ধ, ট্যারা, টেকো মাথা, চোখে ছানি পড়া, ঠোঁট মোটা, কান ছোট, নাক বোঁচা, ঠসা প্রভৃতি। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি এগুলো অপসন্দ করেন, তবে সেটা গীবত হয়ে যাবে।

২. **চারিত্রিক আচার-আচরণের গীবত :** যেমন কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা- ফাসেক্ব, খিয়ানতকারী, পিতামাতার অবাধ্য, গীবতকারী, পাক-নাপাকের ব্যাপারে উদাসীন, চোর, ছালাত পরিত্যাগকারী, যাকাত অনাদায়কারী, ব্যভিচারী, অহংকারী, বদমেজাযী, কাপুরুষ, দুর্বল মনের অধিকারী, ঝগড়াটে, নির্লজ্জ, দুশ্চিরিত্র, স্বেচ্ছাচারী, তাড়াহুড়াপ্রবণ, ঢিলা, রূঢ়, লম্পট, বেয়াদব, অভদ্র, পেটুক, বাচাল, নিদ্রাকাতর, অবিবেচক, অলস, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, ধূমপায়ী, বিড়িখোর, নেশাখোর ইত্যাদি।

৩. **বংশের গীবত :** যেমন অবজ্ঞা করে বলা- অজাত, ছোটলোক, নিগ্রো, মুচি, চামার, মেথর, কাঠমিস্ত্রি, ভ্যানচালক, কামার, তাঁতি, পাঠান, বিহারী, বাঙ্গাল প্রভৃতি। বংশের দিকে বা পিতামাতার দিকে সম্বন্ধ করে অপসন্দনীয় যাই বলা হবে, সেটাই গীবত।

৪. **পোষাক-পরিচ্ছদের গীবত :** যেমন কারো পোষাক সম্পর্কে বলা, চওড়া আস্তিন, দীর্ঘ অাঁচল, নোংরা পোষাক পরিধানকারী, লম্বা আঁচলওয়ালী ইত্যাদি।

৫. **পরোক্ষ গীবত :** পরোক্ষ গীবত বলতে এমন পরনিন্দাকে বুঝায়, যা সরাসরি না বলে ভিন্ন আঙ্গিকে বলা হয়ে থাকে। নিমেণ তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল-

* কোন ব্যক্তির প্রসঙ্গ বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে বলা- 'আল্লাহ তার নির্লজ্জতা থেকে পানাহ দিন' অথবা 'গোমরাহী থেকে পানাহ চাই' ইত্যাদি বলা। মূলতঃ এভাবে বলে আলোচিত ব্যক্তির নির্লজ্জতা ও গোমরাহীর কথা উল্লেখ হয়ে থাকে।

* 'কিছু লোক এই করে' বা 'কিছু মানুষ এই বলে' বলা। এই 'কিছু' শব্দের মাধ্যমে সম্বোধিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে বুঝানো হয়, তাহ'লে সেটা গীবত।

* 'অমুক পন্ডিত', 'অমুক ছাহেব', 'অমুক নেতা' ইত্যাদি তাচ্ছিল্যের সাথে বলা। অর্থাৎ দোষ বা ত্রুটি বর্ণনার সময় সম্বোধিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেও শ্রোতা বুঝে নিতে পারে কাকে উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে।

* কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বলা 'অমুক ভাই/বন্ধু অপমানিত হওয়ার কারণে বা তার অমুক দোষ-ত্রুটির কারণে আমি কষ্ট পেয়েছি'। আলেমদের মতে, এখানে দো'আর মাধ্যমে বর্ণিত ব্যক্তির গীবত করে ফেলা হয়। কারণ তার সেই ত্রুটি গোপন ছিল, কিন্তু সে দো'আ করার মাধ্যমে সেটা সবার সামনে প্রকাশ করে দিল। যদি তার দো'আ করার উদ্দেশ্য থাকতো, সে নির্জনে সেই ভাইয়ের জন্য দো'আ করতে পারত।

পরোক্ষ গীবতের এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এগুলোকে গীবত মনে করে না। অথচ এগুলোও সর্বনাশা গীবত।

গীবতের প্রকারভেদ

ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় গীবত মূলতঃ তিন প্রকার।[22]

১. হারাম গীবত : কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটির বর্ণনা দেওয়া, যেটা সে পসন্দ করে না। এটা হারাম গীবত।

২. ওয়াজিব গীবত : মুসলিম সমাজকে বা ব্যক্তিকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্য দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াজিব। যেমন- ইলমুল জারাহ ওয়াত তা'দীলের ক্ষেত্রে যদি মুহাদ্দিছগণ রাবীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করতেন, তাহ'লে ছহীহ-যঈফ, গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য হাদীছসমূহের মান নির্ধারণ করা কখনোই সম্ভব হ'ত না। তাই এক্ষেত্রে দোষ বর্ণনা করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে যদি বর বা কনে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়, তাহ'লে তাদের দোষ-ত্রুটি স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া ওয়াজিব। কারণ দোষ বর্ণনা না করলে জিজ্ঞেসকারীকে ধোঁকা দেওয়া হবে। কোন ব্যক্তি যদি খিয়ানতকারী অসৎ লোকের সাথে ব্যবসা করতে চায়, সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য ঐ অসৎ লোকের দোষ বর্ণনা করা ওয়াজিব। কারণ সে না জেনে না বুঝে তার সাথে ব্যবসা করে ধোঁকায় পড়তে পারে। তাই তাকে সাবধান করা অপরিহার্য। এভাবে আরো কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে দোষ বর্ণনা করা হারাম নয়; বরং তখন দোষ বর্ণনা করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

৩. মুবাহ বা জায়েয গীবত : যদি নিন্দা করার পিছনে যুক্তিসঙ্গত বা শরী'আত সম্মত কোন কারণ থাকে, তবে সেই গীবত করা মুবাহ বা জায়েয। যেমন- যুলুমের বিচার প্রাপ্তির জন্য শাসকের কাছে নালিশ করার সময় গীবত করা। কোন ব্যক্তি যদি মযলূম হয়ে বিচারকের কাছে গিয়ে বলে, 'অমুক ব্যক্তি আমার টাকা আত্মসাৎ করেছে, আমার প্রতি যুলুম করেছে, আমার বাড়িতে চুরি করেছে ইত্যাদি। তবে এটা হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অনুরূপভাবে আলেম বা মুফতীর কাছে কোন বিষয়ে ফৎওয়া নেওয়ার জন্য অন্যায়কারীর গীবত করা জায়েয। অবজ্ঞা করার উদ্দেশ্য না করে স্রেফ পরিচয় দেওয়ার জন্য কারো ত্রুটি বর্ণনা করা জায়েয। যেমন- কানা, কালো, খোড়া ইত্যাদি।

গীবতের বিধান

গীবত করার বিধান দুই ভাগে বিভক্ত। (১) গীবত করার বিধান। (২) গীবত শোনার বিধান।

১. গীবত করার বিধান : গীবত একটি জঘন্য পাপ। গীবতের মাধ্যমে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ কর না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত কর না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। এখানে মানব স্বভাবের তিনটি মারাত্মক ত্রুটি বর্ণনা করা হয়েছে। যা সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্ট করে। প্রথমটি হ'ল 'অহেতুক ধারণা' (بَعْضَ الظَّنِّ) এবং দ্বিতীয়টি হ'ল 'ছিদ্রান্বেষণ' (وَلاَ تَجَسَّسُوا)। তৃতীয়টি হ'ল 'গীবত'(وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) । ইমাম কুরতুবী বলেন, لا خلاف أن الغِيبة من الكبائر، وأن مَن اغتاب أحدًا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل 'গীবত কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, এতে কোন ইখতেলাফ নেই। যে ব্যক্তি কারো গীবত করবে, তার তওবা করা অপরিহার্য'।[23] ইমাম হায়তামী বলেন, অত্র আয়াত ও অসংখ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, গীবত করা কবীরা গুনাহ'।[24] তাছাড়া বর্ণিত আয়াতে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর কারণ হ'ল- মৃত মানুষের গোশত খাওয়া হ'লে সে বুঝতে পারে না কে তার গোশত খাচ্ছে। অনুরূপ যার গীবত করা হয়, সেও বুঝতে পারে না কে তার গীবত করছে।[25] হাদীছেও গীবতের ক্ষেত্রে মৃত ভক্ষণের কথা এসেছে এর নিকৃষ্টতা বুঝানোর জন্য। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের

গীবতের বিনিময়ে এক গ্রাসও খাদ্য ভক্ষণ করবে, আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ জাহানণামের আগুন ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অপমান করার মাধ্যমে কোন কাপড় পরিধান করবে, আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ জাহানণামের আগুন পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কাকেও হেয় প্রতিপন্ন করে লোকদের নিকট নিজের বড়ত্ব যাহির করে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ স্বয়ং ঐ ব্যক্তির শ্রুতি ও রিয়া প্রকাশ করে দেবার জন্য দন্ডায়মান হবেন’।[26]

মূলতঃ গীবতের মাধ্যমে অপর ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করা হয়। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিরদিনের জন্য এটা হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ ‘তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকে তোমাদের এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের কাছে মর্যাদা সম্পন্ন। এখানকার উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন (আমার এই কথা) অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত এমন ব্যক্তির কাছে এসব কথা পৌঁছাবে, যে এই বাণীকে তার চেয়েও অধিক আয়ত্তে রাখবে’।[27]

আমর ইবনুল আছ একদিন একটা মরা গাধার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। গাধাটির দিকে ইশারা করে তার সাথীদের বললেন, لأَنْ يأكُلَ الرجلُ مِنْ هذا حتى يَمْلأَ بَطْنَهُ، خيرٌ له مِنْ أنْ يأكُلَ لحْمَ رجلٍ مسْلِمَ، ‘একজন মুসলিমের গোশত খাওয়া বা গীবত করার চেয়ে কোন মানুষের জন্য এই (মরা গাধার) গোশত খেয়ে পেট ভর্তি করা উত্তম’।[28] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহ.) বলেন, ‘অত্র হাদীছ এটা প্রমাণ করে যে, গীবত করা কবীরা গুনাহ’।[29] গীবতকারীরা এই ঘৃণ্য পাপের কারণে সে পরকালেও ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে।[30] সালাফে ছালেহীন এই পাপকে এত বেশী ভয় করতেন যে, পরনিন্দা করা তো দূরের কথা, যারা পরনিন্দা করে তাদেরকেও ভয় করতেন, যেন তাদের সাথে মিশে এই পাপে না জড়িয়ে পড়েন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)

বলেছেন, فر من المغتاب فرارك من الأسد 'তুমি বাঘ থেকে যেভাবে পলায়ন কর, গীবতকারী থেকে সেভাবে পালিয়ে যাও'।[31]

২. গীবত শোনার বিধান : গীবত করা যেমন মহাপাপ তেমনি খুশি মনে পরনিন্দা শোনাও পাপ। মহান আল্লাহ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ 'তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন যেন তা উপেক্ষা করে' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৫)*। ওলামায়ে কেরাম বলেন, إن سماع الغيبة والاستماع إليها لا تجوز، فقائل الغيبة وسامعها في الإثم سواء، 'গীবত শোনা এবং এর দিকে কান পেতে থাকা বৈধ নয়। গীবতকারী এবং গীবত শ্রবণকারী উভয়ই সমান পাপী'।[32]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, أن الغِيبة كما يَحرُم على المغتاب ذِكرُها يحرُم على السامع استماعُها و إقرارها، 'গীবতকারীর উপরে মানুষের দোষ-ত্রুটির বর্ণনা দেওয়া যেমন হারাম, ঠিক তেমনি সেটার নিন্দা শ্রবণ করা এবং তার স্বীকৃতি দেওয়াও হারাম'।[33] তিনি বলেন, أنه ينبغي لمن سَمِعَ الغِيبة أن يَرُدَّها، ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان، فارق ذلك المجلس، فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممَّن له عليه حق، أو من أهل الفضل والصلاح، كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر، 'গীবত শ্রবণকারীর কর্তব্য হ'ল নিন্দাকারীকে প্রতিহত করা এবং তাকে ধমক দেওয়া। যদি কথার মাধ্যমে বিরত না রাখতে পারে, তবে হাত দিয়ে বাধা দিবে। যদি হাত বা মুখ দিয়ে বাধা দিতে না পারে, তাহ'লে সেই মজলিস পরিত্যাগ করবে। আর বয়স্ক লোক, বাধা দেওয়ার অধিকার আছে এমন ব্যক্তি, গণ্য-মান্য লোকের গীবত শোনার ব্যাপারে আলোচিত পরিস্থিতির চেয়ে আরো সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে'।[34]

সালাফগণ গীবতের ব্যাপারে এতটাই কঠোর ছিলেন যে, কোন বৈঠকে কারো নিন্দা করা হ'লে সেই বৈঠকই পরিত্যাগ করতেন। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) দাওয়াতের মেহমান হয়ে এক খাবার মজলিসে হাযির হ'লেন। লোকজন বলল, 'অমুক ব্যক্তি এখনো আসেনি'। একজন বলে উঠল, 'সে একটু অলস প্রকৃতির লোক'। তখন ইবরাহীম (রহ.) বললেন, 'যে বৈঠকে বসলে আমার মাধ্যমে কোন মুসলিম ভাইয়ের

গীবত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, এমন মসলিসে উপস্থিত থাকা আমার জন্য সমীচীন নয়'। একথা বলে তিনি না খেয়েই সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন।

গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা

গীবত বা পরনিন্দা একটি সর্বনাশা মহাপাপ। এই পাপের মাধ্যমে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার নষ্ট হয়। কারণ পরনিন্দার মাধ্যমে অন্যের সম্মান হানি করা হয় এবং তার মর্যাদার ওপর চরমভাবে আঘাত করা হয়, যা আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমের উপর হারাম করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাতে গীবতকারীর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। নিম্নে গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল।-

১. গীবত একটি ভয়াবহ কাবীরা গুনাহ :

মুসলিমের জীবনে অন্যান্য কবীরা গুনাহের চেয়ে গীবতের প্রভাব ও পরিণাম অপেক্ষাকৃত বেশী ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গীবতের ভয়াবহতা বুঝাতে যে উপমা দিয়েছেন, অন্য কোন মহাপাপের ব্যাপারে এত শক্তভাবে বলেননি। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি একবার ছাফিয়া [রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী]-এর দিকে ইশারা করে বললাম, أَنَّهَا قَصِيرَةٌ 'সে তো বেঁটে মহিলা'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اغْتَبْتِهَا। 'তুমি তো তার গীবত করে ফেললে'।[1] অপর বর্ণনায় এসেছে তিনি বললেন, لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، 'তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যদি তা সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে'।[2] অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'এই গীবত এতটাই দুর্গন্ধময় ও জঘন্য যে, যদি এটাকে সাগরে ফেলে দেওয়া হয়, তবে সমগ্র সাগরের পানির স্বাদ ও গন্ধ উভয়টাই পরিবর্তন হয়ে যাবে'।[3] ইবনে আল্লান (রহঃ) বলেন, فإذا كانت هذه الكلمة بهذه المثابة، في مزج البحر، الذي هو من أعظم المخلوقات، فما بالك بغيبة أقوى منها، 'গীবতের এই কথা সৃষ্টিকূলের সবচেয়ে বড় সৃষ্টি সমুদ্রের সাথে মিশে যদি এত ভয়াবহ হ'তে পারে, তবে গীবতের চেয়ে শক্তিশালী পাপ আর কি হ'তে পারে'।[4] অর্থাৎ নিন্দাবাদের ছোট্ট একটি

কথা যদি বিশাল সমুদ্রের রঙ বদলে দিতে পারে, বিস্তীর্ণ সাগরের পানির স্বাদ পরিবর্তন করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তবে এই গীবত আমাদের দ্বীনদারিতা ও আমলনামার কি অবস্থা করে ছাড়বে তা সহজেই অনুমেয়। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها وما أعلم شيئا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ، 'এই হাদীছটি পরনিন্দার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ধমকের অন্যতম অথবা সবচেয়ে বড় ধমক। গীবতের নিন্দাবাদে এত কঠোর হাদীছ আছে বলে আমার জানা নেই'।[5]

সুতরাং হাদীছের বাণী ও ওলামায়ে কেরামের ভাষ্যগুলো পর্যালোচনা করলে খুব সহজেই বোঝা যায় গীবত কত মারাত্মক পাপ। তাছাড়া এখানে আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হ'ল মুসলমানদের মাঝে গীবত এত সন্তর্পণের বিচরণ করে যে, নেককার বান্দারাও নিজের অজান্তে এই পাপে জড়িয়ে যেতে পারেন। আয়েশা (রাঃ)-এর এই হাদীছটি তার বড় প্রমাণ।

২. গীবত মৃত মানুষের গোশত খাওয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ :

মানুষের গোশত খাওয়া হারাম। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، 'আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? বস্ততঃ তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس، 'আল্লাহ গীবতের এই উপমা দিয়েছেন এজন্য যে, মৃত মানুষের গোশত খাওয়া যেমন ঘৃণ্য এবং হারাম, ঠিক তেমনি দ্বীন ইসলামে গীবত করা হারাম এবং নফসেরে জন্য ঘৃণার্হ'। ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন,كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا، 'তোমাদের কেউ যেমন তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকে। একইভাবে তার অবশ্য কর্তব্য হ'ল তার জীবিত ভাইয়ের গোশত খাওয়া বা গীবত করার থেকে বিরত থাকা'।[6]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, ‘একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে চলে গেলে অপর একজন সেই ব্যক্তির সমালোচনায় লিপ্ত হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, تَخَلَّلْ! ‘দাঁত খেলাল কর’। সে বলল, ومِمَّا أَتَخَلَّلُ؟ ما أكَلْتُ لحماً! ‘আমি তো গোশত খাইনি; দাঁত খেলাল করব কেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّكَ أكَلْتَ لَحْمَ أخيكَ، ‘তুমি তো (এইমাত্র) তোমার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করলে’।[7]

আমর ইবনুল ‘আছ একদিন একটা মরা গাধার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচিছলেন। গাধাটির দিকে ইশারা করে তার সাথীদের বললেন, لأَنْ يأكُلَ الرجلُ مِنْ هذا حتى يَمْلأَ بَطْنَهُ، خيرٌ له مِنْ أنْ يأكُلَ لحْمَ رجلٍ مسْلِمٍ، ‘একজন মুসলিমের গোশত খাওয়া বা গীবত করার চেয়ে কোন মানুষের জন্য এই (মরা গাধার) গোশত খেয়ে পেট ভরানো উত্তম’।[8] আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, ما التقم أحد لقمةً شرًّا من اغتياب مؤمن، ‘মুমিন ব্যক্তির গীবতের চেয়ে নিকৃষ্ট লোকমা কেউ গ্রহণ করে না’।[9] একবার ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) কিছু মানুষকে দাওয়াত করলেন। তারা এসে খাবারের জন্য বসে এক ব্যক্তির দোষচর্চা শুরু করল। তখন ইবরাহীম (রহ.) বললেন, আমাদের পূর্বকালের লোকেরা গোশত খাওয়ার আগে রুটি খেত। আর আপনারা তো আগেই গোশত খাওয়া শুরু করে দিলেন (অর্থাৎ গীবত শুরু করে দিয়েছেন)।[10]

৩. যিনা-ব্যভিচার ও সূদ-ঘুষের চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ গীবত :

সমাজে প্রচলিত পাপগুলোর মাঝে শীর্ষস্থানীয় জঘন্য পাপ হ’ল ব্যভিচার ও সূদ। লম্পট, যেনাকার ও সূদ-ঘুষখোর নর-নারীকে সমাজের সবাই ঘৃণা করে। তাদেরকে কেউ অন্তরে ঠাঁই দেয় না। কিন্তু ভয়ংকর ব্যাপার হ’ল সূদ-ঘুষ ও যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও ক্ষতিকর, ঈমান বিধ্বংসী ও নিকৃষ্ট পাপ হ’ল গীবত। আরো ভয়াবহ ব্যাপার হ’ল মুসলিম সমাজের অনেকেই ব্যভিচার ও সূদের পাপ থেকে নিজেকে হেফাযত করতে পারলেও অবলিলায় গীবতের পাপে জড়িয়ে পড়েন। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ، ‘গীবতের বাহাত্তরটি দরজা আছে। তন্মধ্যে

নিকটবর্তী দরজা হ’ল কোন পুরুষ কর্তৃক তার মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। আর সবচেয়ে বড় সূদ হ’ল অপর ভাইয়ের সম্মানহানি করা (অর্থাৎ গীবত করা)’।[11] আমরা জানি, যিনা-ব্যভিচার এমনিতেই নিকৃষ্ট মানের পাপ। ব্যভিচারীকে মানুষ সবসময় ঘৃণার চোখে দেখতে অভ্যস্ত। তার উপর আপন মায়ের সাথে এমন জঘন্য কাজের কথা মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। আবার এই কল্পনাতীত গুনাহটাই নাকি সূদের সবচেয়ে লঘু স্তর। তাহ’লে সূদ আরো কত ভয়াবহ পাপ? আর সেই সূদের চেয়েও বড় পাপ হ’ল গীবত। তাহ’লে এই গীবত কত নিকৃষ্ট, জঘন্য ও নিন্দনীয় পাপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওলামায়ে কেরাম বলেন, সূদের চেয়ে গীবতের পাপ মারাত্মক হওয়ার কারণ হ’ল মুসলিম ব্যক্তির সম্পদের চেয়ে তার মান-মর্যাদা অনেক বেশী মূল্যবান। তাই তার সম্পদ আত্মসাৎ করার চেয়ে তার সম্মান নষ্ট করার ভয়াবহতা অনেক বেশী।[12]

অপর এক হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে খুৎবাহ দিলেন। খুৎবাতে তিনি সূদের ভয়াবহতা তুলে ধরে বলেন, إنَّ الدِّرْهَم يصيبُه الرجلُ مِنَ الرِّبا أعْظَمُ عندَ الله في الخَطيئَةِ مِنْ ستٍّ وثَلاثينَ زَنْيَةً يَزْنيها الرجُلُ، وإنَّ أَرْبى الرِّبى عِرْضُ الرجُلِ المسْلِمِ ‘কোন ব্যক্তির জন্য ছত্রিশবার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ হ’ল এক দিরহাম সূদ গ্রহণ করা। আর সবচেয়ে বড় সূদ হ’ল মুসলিম ভাইয়ের সম্মানে আঘাত দেওয়া বা গীবত করা’।[13]

৪. গীবতকারী কবরে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে :

মৃত্যুর পর থেকেই গীবতকারীর পরকালীন শাস্তি শুরু হয়ে যায়। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا ‘নবী করীম (ছাঃ) একদা দু’টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এ সময় তিনি বললেন, এদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল

নিয়ে ফেড়ে দু’ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একটা করে পুঁতে দিলেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন এমন করলেন? তিনি বললেন, আশা করা যায় এই দু’টি ডাল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে’।[14] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَأَذَّى مِنَ الْبَوْلِ، ‘তাদের একজন মানুষের গীবত করত। আর অপরজন পেশাবের

(ছিটার) ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না’।[15]

ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: ثُلُثٌ مِنَ الْغِيبَةِ، وَثُلُثٌ مِنَ الْبَوْلِ، وَثُلُثٌ مِنَ النَّمِيمَةِ، ‘কবরের আযাব তিন ভাগে বিভক্ত : এক-তৃতীয়াংশ গীবতের কারণে, এক-তৃতীয়াংশ পেশাব থেকে সতর্ক না থাকার কারণে আর এক-তৃতীয়াংশ চোগলখুরীর কারণে হবে’।[16] কবি বলেন,

احْفَظْ لسانكَ أيها الإنسان .. لا يلدغنَّك؛ إنَّهُ ثُعْبَانُ

كَمْ فِي المَقَابِرِ مِنْ قَتِيلِ لسَانِهِ .. كَانَتْ تَخَافُ لِقَاءَهُ الأَقْرَانُ

‘হে মানুষ! জিহবাকে সংযত রাখ। তোমার জিহবা একটা (বিষাক্ত) সাপের মতো, সে যেন তোমাকে ছোবল না মারে। কবরে এমন কত নিহত লোক আছে, যাকে তার জিহবা হত্যা করেছে। জিহবা এমন (ভয়ংকর) বস্তু যে, তরবারিও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভয় পায়’।[17]

৫. গীবত বান্দার দ্বীনদারীকে ধ্বংস করে :

আখেরাত পিয়াসী বান্দার জীবনে অমূল্য সাধনার ফসল হ’ল তার দ্বীনিয়াত। এটাকে উপজীব্য করে সে তার পার্থিব জীবন পরিচালনা করে। কিন্তু গীবত ও পরনিন্দা তার দ্বীনিয়াতকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। তার পরহেযগারিতার বুকে কুঠারাঘাত করে বসে। নীরব ঘাতকের মত তার ধার্মিকতায় পঁচন ধরিয়ে দেয়। বান্দা যদি গীবত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে না পারে, তবে তার ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারে না। উসামা ইবনে শারীক (রাঃ) বলেন, ‘আমি উপস্থিত থাকা অবস্থায় বেদুইনরা নবী করীম (ছাঃ)-কে

জিজ্ঞাসা করল,؟أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا 'এতে কি আমাদের গুনাহ হবে, এতে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বলেন, عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ، 'আল্লাহর বান্দাগণ! কোন কিছুতেই আল্লাহ গুনাহ রাখেননি, তবে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইয্যতহানি করে তাতেই গুনাহ হবে'।[18] এজন্য সালাফে ছালেহীন শুধু ছালাত-ছিয়ামকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং গীবত থেকে বিরত থাকাকেও ইবাদত গণ্য করতেন। কেননা গীবতের ছিদ্র বন্ধ না থাকলে আমলনামার ঝুলিতে কোন নেকী অবশিষ্ট থাকে না। তাই তো আব্দুল করীম ইবনে মালেক (রহঃ) বলেন, أَدْرَكْنَا السَّلَفَ الصَّالِحَ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ الْعِبَادَةَ فِي الصَّوْمِ، وَلَا فِي الصَّلَاةِ، وَلَكِنْ فِي الْكَفِّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ، 'আমরা সালাফে ছালেহীনকে এমন পেয়েছি যে, তারা শুধু ছালাত, ছিয়ামকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং মানুষের সম্মানে হস্তক্ষেপ বা গীবত পরিহার করাকেও ইবাদত হিসাবে গণ্য করতেন'।[19]

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন,وَاللهِ لَلْغَيْبَةُ أَسْرَعُ فِي دِينِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْأَكْلَةِ فِي جَسَدِهِ، 'আল্লাহর কসম! গীবত মুমিনের দ্বীনিয়াতের জন্য এতটাই দ্রুততম ক্ষতিকারক যে, এটা তার দেহে থেকে গোশত কামড়ে খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক'।[20]

তাছাড়া গীবত বান্দার হৃদয়কে রোগাক্রান্ত করে দেয়, ফলে তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুমিনের স্তর থেকে ফাসেক্বের স্তরে ছিটকে পড়ে। ওছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) বলেন,الْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ يَحُتَّانِ الْإِيْمَانَ كَمَا يَعْضِدُ الرَّاعِي الشَّجَرَةَ، 'রাখাল যেভাবে গাছ কেটে ফেলে, পরনিন্দা ও চোগলখুরী সেভাবে ঈমানকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে'।[21] সুফইয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন,إياك والغِيبةَ، إياك والوقوعَ في الناس، فيَهلِك دينُك، 'গীবত থেকে বেঁচে থাক! মানুষের দোষচর্চা করা থেকে সবধান থাক। অন্যথায় তোমার দ্বীনদারী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে'।[22] আবূ হাতেম বুস্তী (রহ.) বলেন, أربح التّجارة ذكر الله، وأخسر التجارة ذكر النّاس، 'সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হ'ল আল্লাহর যিক্র করা এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর ব্যবসা হ'ল মানুষের সমালোচনা করা'।[23]

৬. গীবতের মাধ্যমে নেক আমল ক্ষতিগ্রস্ত হয় :

পরনিন্দা একটি মারাত্মক পাপ, যা বান্দার নেক আমলের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং আমলের নেকী অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। যেমন কেউ যদি ছিয়াম রেখে গীবত করে, তাহ'লে সে ছিয়ামের ফযীলত ও নেকী লাভে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه، 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা ও মুর্খতা পরিত্যাগ করল না, আল্লাহর নিকট (ছিয়ামের নামে) তার পানাহার পরিত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই'।[24]

অত্র হাদীছের মর্মার্থ হ'ল, কেউ যদি ছিয়ামরত অবস্থায় গীবতের মতো পাপে জড়িয়ে পড়ে, তাহ'লে সে ঐ ছিয়ামের মাধ্যমে কোন উপকারিতা হাছিল করতে পারবে না। যদি সেটা ফরয ছিয়াম হয়, তবে তার ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে এবং তাকে ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কিন্তু ছিয়ামের পুরস্কার ও ছওয়াব লাভে সে বঞ্চিত হবে। কারণ সে ছিয়াম রেখে মানুষের গোশত ভক্ষণ করেছে'।[25]

অনুরূপভাবে হাদীছে ছিয়ামকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার ঢাল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গীবত সেই ঢালের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، 'ছিয়াম ঢাল স্বরূপ। অতএব তোমাদের কেউ যেন ছিয়ামের দিনে অশ্লীল কথা না বলে এবং শোরগোল না করে'।[26] ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, 'ছিয়ামরত অবস্থায় কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকলে সেই ছিয়াম জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢাল হবে। সুতরাং দুনিয়াতে যদি কেউ কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে, তাহ'লে আখেরাতে সেটা তার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার কারণ হবে। আবূ উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ (রাঃ) বলেন, إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْغِيبَةَ تَضُرُّ بِالصِّيَامِ 'অত্র হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গীবত ছিয়ামকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে'।[27]

হাফছাহ বিনতে সীরীন (রহঃ) বলেন, الصيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا صَاحِبُهَا، وَخَرْقُهَا الْغِيبَةُ، 'ছিয়াম ততক্ষণ ঢাল থাকে, যতক্ষণ না ছায়েম এটাকে ভেঙ্গে ফেলে। আর গীবতের মাধ্যমে ঢাল ভেঙ্গে যায়'।[28] আবূল আলিয়া (রহঃ) বলেন, الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ أَحَدًا، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ 'ছিয়াম পালনকারী যতক্ষণ না কারো গীবত করে, ততক্ষণ সে ইবাদতের মধ্যেই থাকে। এমনকি বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থাতেও সে ইবাদতরত থাকে'।[29] অর্থাৎ গীবত করলে ছিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সালাফগণ নিজেদের নেক আমলের হেফাযতের জন্য গীবত থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন। আবূল মুতাওয়াক্কিল বলেন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম ছিয়ামরত অবস্থায় মসজিদে বেশী অবস্থান করতেন। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হ'লে বলতেন, نطهر صِيَامَنَا، 'আমরা আমাদের ছিয়ামকে পবিত্র রাখার জন্য এমন করে থাকি'।[30] মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْغِيبَةَ وَالْكَذِبَ، 'যে ব্যক্তি তার ছিয়ামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়, সে যেন গীবত ও মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকে'।[31] শুধু ছিয়ামই নয়; যে কোন ইবাদতকে পবিত্র রাখার জন্য গীবত থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। সালাফগণ বলেছেন, إِنْ ضَعُفْتَ عَنْ ثَلَاثَةٍ فَعَلَيْكَ بِثَلَاثٍ: إِنْ ضَعُفْتَ عَنِ الْخَيْرِ فَامْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْفَعَ النَّاسَ فَامْسِكْ عَنْهُمْ ضُرَّكَ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ فَلَا تَأْكُلْ لُحُومَ النَّاسِ 'তুমি যদি তিনটি কাজ করতে অপারগ হয়ে যাও, তবে অবশ্য অপর তিনটি কাজ থেকে দূরে থাকবে: (১) যদি ভালো কাজ না করতে পার, তবে অবশ্যই অন্যায় থেকে দূরে থাকবে, (২) যদি মানুষের উপকার করতে না পার, তবে অবশ্যই তাদের ক্ষতি করার থেকে দূরে থাকবে এবং (৩) যদি ছিয়াম রাখতে না পার, তবে অবশ্যই মানুষের গোশত খাওয়া বা পরনিন্দা থেকে বিরত থাকবে'।[32]

৭. দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের ত্রুটি প্রকাশ পায় :

পৃথিবীর কোন মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। কম-বেশী সবার মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। কেউ যদি নিজের দিকে নযর না দিয়ে অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং গীবত করে, তাহ'লে তার দোষ-ত্রুটিগুলো যে কোন মাধ্যমে আল্লাহ প্রকাশ করে দেন। মূলত

গীবতকারীর ত্রুটিগুলো প্রকাশ করে দিয়ে আল্লাহ তাঁর মুসলিম বান্দার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেন। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমানদেরকে পরনিন্দা থেকে সাবধান করেছেন। আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، 'ওহে যারা কেবল মুখেই ঈমান এনেছে কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িয়ো না। কারণ যে ব্যক্তি তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তার দোষ-ত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষ-ত্রুটি খুঁজলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন'।[33] অন্যত্র তিনি (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ، 'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ প্রকাশ করবে, মহান আল্লাহও তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি তার ত্রুটি প্রকাশ করার মাধ্যমে তাকে তার ঘরের মধ্যেই লাঞ্ছিত করবেন'।[34]

আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছে মুসলিমের দোষ প্রকাশকারীদের প্রতি কঠিন ধমক দেওয়া হয়েছে। তারা যদি এই নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত না থাকে, তবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকলেও সেখানেই অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের পাকড়াও করবে'।[35] ইবনু হাজার হায়তামী (রহঃ) বলেন, أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْبَدَنِ الْوَاحِدِ إِذْ اشْتَكَى بَعْضُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، فَمَنْ عَابَ غَيْرَهُ فَفِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا عَابَ نَفْسَهُ نَظَرًا لِذَلِكَ، 'মুমিনগণ সকলে একটি দেহের ন্যায়। শরীরের একটি অংশ ব্যথাহত হ'লে পুরা শরীরে ব্যথিত হয়। সুতরাং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যে অপরের দোষ চর্চা করে, সে মূলত নিজেরই দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়'।[36] অর্থাৎ অন্যের দোষ আলোচনা করার মাধ্যমে সে নিজের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হওয়ার রাস্তা খুলে দেয়। সে যদি নির্জনেও কোন পাপ করে অথবা তার এমন কোন ত্রুটি আছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানত না- এমন বিষয়গুলো অন্যের কাছে প্রকাশিত হয়ে যাবে। হয় সে নিজেই নিজের অজান্তে তার

দোষ বলে দিবে অথবা কোন আলামত বা চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। সেজন্য অন্যের ত্রুটি গোপন রাখার প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক। ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ يَسْتُرُ وَيَنْصَحُ، وَالْفَاجِرُ يَهْتِكُ وَيُعَيِّرُ 'মুমিন ব্যক্তি দোষ গোপন রাখে এবং সদুপদেশ দেয়। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয় এবং পরনিন্দা করে'।[37]

৮. ক্বিয়ামতের দিন অন্যের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে চাপে :

ক্বিয়ামতের দিন কড়ায়গন্ডায় গীবতের বদলা নেওয়া হবে। যার গীবত করা হয়েছে তার পাপের বোঝা গীবতকারীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে, অথচ সেই গীবতকারী হয়ত সারা জীবনে একবারও সেই পাপ করেনি, তথাপি পরনিন্দার কারণে সেই পাপের ঘানি তাকে টানতে হবে। আবার নিজের কষ্টার্জিত আমল- ছালাত, ছিয়াম, দান-ছাদাক্বাহ, তাহাজ্জুদ, কুরআন তেওলাওয়াত প্রভৃতি ইবাদতের নেকীগুলো গীবতের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে দিয়ে দিতে হবে। হাশরের ময়দানে মানুষ যখন একটা নেকীর জন্য হন্যে হয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে থাকবে, সেই কঠিন মুহূর্তে নিজের নেকী অন্যকে দিয়ে দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ 'তোমরা কি বলতে পার, নিঃস্ব কে? ছাহবীরা বললেন, الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ 'আমাদের মধ্যে যার টাকা কড়ি ও আসবাপত্র নেই সেই তো নিঃস্ব। তখন তিনি বললেন, إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، 'আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত নিঃস্ব, যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের আমল নিয়ে উপস্থিত হবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, একে হত্যা করেছে ও একে মেরেছে। এরপর একে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে, ওকে নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না গেলে

তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।[38]

সহজ কথায় আমরা যদি গীবতের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোন মাধ্যমে হোক অপর মুসলিমের অধিকার নষ্ট করি, তবে ক্বিয়ামতের দিন আমাদের সম্পাদিত নেক আমলের নেকীগুলো তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। যদি নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহ’লে যার গীবত করা হয়েছে তার পাপের বোঝাগুলো নিজের মাথায় নিতে হবে এবং এভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ’তে হবে। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالْغِيبَةَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهِيَ أَسْرَعُ فِي الْحَسَنَاتِ مِنَ النَّارِ فِي الْحَطَبِ، ‘তোমরা গীবত থেকে সাবধান থাক। ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আগুন যেভাবে কাঠ পুড়িয়ে দেয় তার চেয়েও দ্রুতগতিতে গীবত নেক আমল নিঃশেষ করে দেয়’।[39]

৯. পরকালের কঠিন শাস্তি ভোগ :

নিজের নেকীগুলো অন্যকে দিয়ে যখন গীবতকারী দেওলিয়া হয়ে যাবে, তখন তার জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لما عرجَ بِي رَبِّي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وجوهَهم وصدورهم فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، ‘যখন আমার রব (মি‘রাজের রাতে) আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন, আমি সেখানে এমন লোকেদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামা দিয়ে তৈরি। তারা সেসব নখ দিয়ে তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষ খোঁচাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? জিবরীল (আঃ) বললেন, এরা সেসব লোক, যারা (গীবত করার মাধ্যমে) মানুষের গোশত খায় এবং মানুষের মান-সম্মানে আঘাত হানে’।[40] ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, ‘শোকের সময় মুখ ও বুক খামচানো পুরুষ মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এগুলো ভাড়াটে বিলাপকারিণী মহিলাদের স্বভাব। মূলত এই উপমা দেওয়ার মাধ্যমে হাশরের মাঠে গীবতকারীদের শোচনীয় ও লাঞ্ছনাদায়ক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে’।[41]

১০. জান্নাতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত :

গীবতকারী মুসলিম যদি গীবত থেকে তওবা না করে মারা যায়, তবে তিনি প্রথম সুযোগে জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং তাকে গীবতের শাস্তি পাওয়ার জন্য প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। যারা মুমিনদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং তাদের নিন্দা করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে জাহান্নামীদের রক্ত-পুঁজ খাওয়ানো হবে। সাহ্ল ইবনে মু'আয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ، 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাকে দোষারোপ করবে, মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের সেতুর উপরে আটক করবেন, যতক্ষণ না তার কৃত কর্মের ক্ষতিপূরণ হয়'।[42] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ، 'যে ব্যক্তি ঈমানদার লোকের এমন দোষ বলে বেড়ায় যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের (দেহ নিঃসৃত) রক্ত-পুঁজের মাঝে বসবাস করাবেন। যতক্ষণ না সে তার কথা (গীবত) থেকে ফিরে আসবে'।[43] আশরাফ বলেন, গীবত থেকে ফিরে আসার অর্থ হ'ল শাস্তি পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত গীবতকারী জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাবে না।

গীবত কত প্রকার, এর অপকারিতা এবং প্রতিকার -

স্বভাবগত ভাবে দোষ চর্চা অপছন্দনীয় কাজ মানুষ নিজ কৃত দোষগুলো অন্যের মুখে আলোচনার দ্বারা ব্যথিত হয়ে থাকে । আর সেই দোষ যদি অপরাপর মানুষ বলে বেড়ায়, আলোচনা-সমালোচনা করে থাকে তবে তো ব্যক্তির যন্ত্রনার সাথে দুঃখবোধ আরো বেশি!

শরীয়ত অন্যের দোষ একে অপরের কাছে বলা কে গীবত বলে অভিহিত করেছেন।

গীবত: গীবত বলা হয় কারো অগোচরে তার এমন সমালোচনা করা, যা শুনলে সে খারাপ মনে করে। এই আলোচনা অপরের দৈহিক ত্রুটি, বংশগত ত্রুটি, চারিত্রিক ত্রুটি

অথবা কথা, কর্ম, ধর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহ, সওয়ারীর দোষ সম্পর্কিত হলেও তা গীবত তথা পরনিন্দার অন্তর্ভুক্ত হবে।

মানুষ কেন গীবত করে

সাধারনত এগারটি কারণে মানুষ গীবত করে। তন্মধ্যে আটটি জনসাধারনের মধ্যে ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান।

প্রথম কারণ: ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মিটাতে মানুষ অপরের গীবত করে।

দ্বিতীয় কারণ : একজন আরেকজনের গীবত বা পরনিন্দা করছে তা দেখে সে ও তার সমালোচনা করে এবং তার হাঁ-র সাথে হাঁ যোগ করতে গীবত করে।

উদাহরন স্বরূপ, আপন সঙ্গী কারও সম্পর্কে মন্দ আলোচনা করলে মনে করা হয় যে, তার সমর্থন না করলে নারাজ হবে কিংবা সঙ্গ ত্যাগ করবে। তাই তার কথার সমর্থন করে।

তৃতীয় কারণ : কখনো বা পূর্ব সতর্কতার কারণে গীবত করা হয়। অর্থাৎ যখন কেউ বুঝতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি কোন বড়লোকের সামনে তার দোষ বর্ণনা করবে কিংবা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। তখন পূর্ব থেকেই সে তার দোষ বর্ণনা করতে শুরু করে। যাতে তার সম্পর্কে কিছু বলা হলে তা গ্রহনযোগ্য না হয়।

চতুর্থ কারণ : কোন দোষ থেকে নির্দোষ প্রমানিত হওয়ার লক্ষ্যে গীবত করা।

পঞ্চম কারণ : গর্ব ও আস্ফালনের ইচ্ছায় গীবত করা হয়। যাতে অপরকে হেয় করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা যায়।

৬ষ্ঠ কারণ : হিংসার বশিভূত হয়ে গীবত করা হয় । অর্থাৎ যখন কাউকে দেখে যে, মানুষ তার প্রশংসা ও সম্মান করে, তখন হিংসার আগুনে দগ্ধ হয়ে অন্য কিছু করার ক্ষমতা না থাকায় তার দোষ প্রকাশ করতে শুরু করে, যাতে মানুষ উক্ত ব্যক্তির সম্মান ও প্রশংসা থেকে বিরত থাকে।

সপ্তম কারণ : ক্রীড়া ও কৌতুক বশত: কখনো মানুষ গীবত করে।

অষ্টম কারণ : অপরকে ঘৃনার পাত্রে পরিণত করার জন্য গীবত করা। এটা সামনে এবং পশ্চাতে উভয় ভাবে হতে পারে।

গীবতের প্রকার

১. শারীরিক দোষ ত্রুটির গীবত।

২. পোষাকের ব্যাপারে গীবত।

৩. বংশ নিয়ে গীবত।

৪. বিশেষ কোন বদঅভ্যাস ও পাপাচারের গীবত।

গীবতের অপকারিতা

১. গীবতকারী মানুষের চোখে দোষচর্চাকারী সাব্যস্ত হয়।

২. গীবতকারীকে লোকে বিশ্বাস করতে চায় না। যে আমার কাছে অন্যের গীবত করে সে আমার গীবত অন্যের কাছে করবে না বিশ্বাস কি?

৩। গীবতকারীর মানসিক শান্তি থাকেনা কারন সে কারো দ্বারা অপমানিত হওয়ার আশংকায় থাকে।

উল্লেখ্য যে, উপরের বিষয়গুলো হলো দুনিয়াবী। আর আখেরাতের অপকারিতা হলো-

১. গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না।

২. নেক আমল মুছে যায়।

৩. তার নেক আমল কুবুল হয় না।

৪. তার হিসাব কঠিন হয়।

৫. পরকালে তাকে মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়ানো হবে।

আল্লাহ্ আমাদেরকে গীবত থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।

গীবতের প্রতিকার

১. যখন মনে সমালোচনা বা গীবত করার খেয়াল হয়, তখন মনে মনে এরুপ ভাববে যে, তার মধ্যেও কোনো দোষ আছে কিনা? যদি নিজের কোনো দোষ দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তা দূর করার চেষ্টায় মশগুল হয়ে যাবে । রাসূল (সা.) এর উক্তি স্মরন করবে-

সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যার নিজের দোষ তাকে অপরের দোষ বর্ণনা থেকে বিরত রাখে।

-বায়হাকী

যখন নিজের মধ্যে দোষ থাকে, তখন নিজের দোষের সমালোচনা না করে অপরের দোষে সমালোচনা করতে তার লজ্জা করা উচিত। কারো ইচ্ছাধীন দোষের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। নতুবা কোনো সৃষ্টিগত ত্রুটির কারনে কাউকে মন্দ বলা স্রষ্টাকে মন্দ বলারই নামান্তর। যেমন কাউকে লেংড়া,কানা, বদ ছুরত ইত্যাদি বলা।

২. আরও একটি পন্থা হচ্ছে- মনে মনে এরূপ চিন্তা করা যে, যদি কোনো ব্যক্তি আমার নিন্দা করে, তবে আমার কাছে তা কতটুকু খারাপ মনে হবে।

সুতরাং আমি যদি অন্যের নিন্দা করি, তবে তার কাছেও ব্যাপারটি তেমনি দুঃখজনক হবে। অতএব, নিজের নিন্দা অন্যে করলে যেমন তা কেউ পছন্দ করেনা তদ্রুপ অপরের নিন্দা না করাকেও পছন্দ করতে হবে।

৩. গীবত থেকে বাঁচার বিস্তারিত উপায় হলো, যে কারণে গীবত করা হয় সে কারনকেই দূর করা। কেননা কারণ দূর হয়ে গেলেই ব্যধি দূর হয়ে যায়।

মুখে কারো সমালোচনা করা যেমন হারাম, তদ্রূপ অন্তরে কারো প্রতি ইচ্ছাপূর্বক কুধারনা পোষন করাও হারাম । তবে অনিচ্ছাবশতঃ কারো সমালোচনা মনে উদয় হলে তা ক্ষমাযোগ্য।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

হে মুমীনগন! তোমরা ধারণা হতে বেঁচে থাকো । নিশ্চয়ই কতক ধারনা গোনাহ।

- সূরা হুজরত ১২

ইসলামে গীবত বা পরনিন্দা করাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বলে ঘোষণা করে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে গীবত শোনাও অন্যায়।

সুতরাং গীবত যে রকম পাপ, শ্রবণ করাও তেমনি পাপ। অথচ এই পাপের কাজটি চায়ের আসর থেকে শুরু করে স্বাভাবিক আলাপচারিতায় যেন স্বভাবসুলভ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলা যায়, এখন তো কোনো বৈঠক গীবত ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়!

অনেকেই তো পরনিন্দাকে পাপ বা নিষিদ্ধ কোনো কিছু বলে মনেই করেন না। অথচ গীবত একটি জঘন্যতম পাপ।

মদপান, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ইত্যাদি থেকেও মারাত্মক ও নিকৃষ্টতম। কেননা এসব পাপ তওবার দ্বারা ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত।

কিন্তু গীবতকারীর পাপ শুধু তওবা করলেই তা মাফ হবে না, বরং যার বিরুদ্ধে গীবত করা হয়েছে সে ব্যক্তি যদি মাফ করে তাহলেই আল্লাহর কাছে মাফ পাওয়া যাবে।

গীবত আরবি শব্দ। যার অর্থ পরনিন্দা। ইসলামের পরিভাষায় কারও অনুপস্থিতিতে তার কোনো দোষ-ত্রুটি অন্যের কাছে আলোচনা করাই গীবত। যদিও তার মধ্যে ওই দোষগুলো বিদ্যমান থাকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবীর প্রশ্নের জবাবে বলেন- ‘গীবত হচ্ছে যা শুনলে তোমার ভাইয়ের খারাপ লাগবে, তা নিয়ে আলোচনা করার নামই গীবত। ’ এতে ওই সাহাবি আবার জিজ্ঞেস করেন, আমি

যা বলছি তা যদি ওই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবু কি তা গীবত হবে? তখন মহানবী (সা.) প্রত্যুত্তরে বলেন, 'যদি তার মধ্যে ওই দোষগুলো থাকে তাহলেই তো গীবত হবে আর তা না থাকলে সেটা হবে তোহমত যার অর্থ অপবাদ। '

পবিত্র কোরআনে কারিম ও হাদিস শরিফে গীবত সম্পর্কে কঠোর ভাষায় হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে বারবার। মহান আল্লাহতায়ালা সূরা হুজরাতের ১২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুমান থেকে দূরে থাকো। কেননা অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপের কাজ। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে গীবত করো না। '

নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউই কারও গীবত করবে না। গীবত করলে তোমরা ধ্বংস হবে। ' মহানবী (সা.) আরও বলেন, 'তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাকো। কারণ তাতে তিনটি ক্ষতি রয়েছে-

১. গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না, ২. গীবতকারীর কোনো নেক আমল কবুল হয় না ও ৩. আমলনামায় তার পাপ বৃদ্ধি হতে থাকে।

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'যখন তুমি কারও দোষ বর্ণনা করতে ইচ্ছা করো তখন নিজের দোষের কথা স্মরণ করো। যদি নিজের দোষ না দেখে শুধু অন্যের দোষই বর্ণনা করতে থাকো তাহলে আখেরাতে আল্লাহও তোমার দোষ প্রকাশ করবেন।

কোরআন ও হাদিসে গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেভাবে মৃত ব্যক্তির গোশত কেটে ভক্ষণ করা হলে মৃত ব্যক্তির কোনো কষ্ট হয় না, তেমনি কারও গীবত করা হলে সে অনুপস্থিত থাকায় তারও কোনো কষ্ট হয় না। এভাবে মৃত ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ অত্যন্ত খারাপ ও নিকৃষ্ট কাজ, যা মানুষের রুচি বিরুদ্ধ। ঠিক গীবতও এ রকম।

হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যারা গীবত করবে এরা ইহকালে যদিও ভালো ভালো নেক আমল করে, রোজা রাখে বা অন্যান্য ইবাদত করলেও এদের পুলসিরাত অতিক্রম

করতে দেওয়া হবে না। বরং তাদেরও বলা হবে- তোমরা গীবতের কাফ্ফারা না দেওয়া পর্যন্ত সামনে এগুতে পারবে না। ’

অথচ পুলসিরাত অতিক্রম না করে কারও পক্ষেই জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বোঝা গেল, গীবতকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

পরনিন্দাকারীদের জন্য জান্নাতের দরজা বন্ধ-

সলামে গীবত বা পরনিন্দা করাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বলে ঘোষণা করে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে গীবত শোনাও অন্যায়।

সুতরাং গীবত যে রকম পাপ, শ্রবণ করাও তেমনি পাপ। অথচ এই পাপের কাজটি চায়ের আসর থেকে শুরু করে স্বাভাবিক আলাপচারিতায় যেন স্বভাবসুলভ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলা যায়, এখন তো কোনো বৈঠক গীবত ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়!

অনেকেই তো পরনিন্দাকে পাপ বা নিষিদ্ধ কোনো কিছু বলে মনেই করেন না। অথচ গীবত একটি জঘন্যতম পাপ।

মদপান, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ইত্যাদি থেকেও মারাত্মক ও নিকৃষ্টতম। কেননা এসব পাপ তওবার দ্বারা ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত।

কিন্তু গীবতকারীর পাপ শুধু তওবা করলেই তা মাফ হবে না, বরং যার বিরুদ্ধে গীবত করা হয়েছে সে ব্যক্তি যদি মাফ করে তাহলেই আল্লাহর কাছে মাফ পাওয়া যাবে।

গীবত আরবি শব্দ। যার অর্থ পরনিন্দা। ইসলামের পরিভাষায় কারও অনুপস্থিতিতে তার কোনো দোষ-ত্রুটি অন্যের কাছে আলোচনা করাই গীবত। যদিও তার মধ্যে ওই দোষগুলো বিদ্যমান থাকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবীর প্রশ্নের জবাবে বলেন- ‘গীবত হচ্ছে যা শুনলে তোমার ভাইয়ের খারাপ লাগবে, তা নিয়ে আলোচনা করার নামই গীবত। ’ এতে ওই সাহাবি আবার জিজ্ঞেস করেন, আমি

যা বলছি তা যদি ওই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবু কি তা গীবত হবে? তখন মহানবী (সা.) প্রত্যুত্তরে বলেন, ‘যদি তার মধ্যে ওই দোষগুলো থাকে তাহলেই তো গীবত হবে আর তা না থাকলে সেটা হবে তোহমত যার অর্থ অপবাদ। ’

পবিত্র কোরআনে কারিম ও হাদিস শরিফে গীবত সম্পর্কে কঠোর ভাষায় হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে বারবার। মহান আল্লাহতায়ালা সূরা হুজরাতের ১২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুমান থেকে দূরে থাকো। কেননা অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপের কাজ। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে গীবত করো না। ’

নবী করীম (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউই কারও গীবত করবে না। গীবত করলে তোমরা ধ্বংস হবে। ’ মহানবী (সা.) আরও বলেন, ‘তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাকো। কারণ তাতে তিনটি ক্ষতি রয়েছে-

১. গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না, ২. গীবতকারীর কোনো নেক আমল কবুল হয় না ও ৩. আমলনামায় তার পাপ বৃদ্ধি হতে থাকে।

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ‘যখন তুমি কারও দোষ বর্ণনা করতে ইচ্ছা করো তখন নিজের দোষের কথা স্মরণ করো। যদি নিজের দোষ না দেখে শুধু অন্যের দোষই বর্ণনা করতে থাকো তাহলে আখেরাতে আল্লাহও তোমার দোষ প্রকাশ করবেন।

কোরআন ও হাদিসে গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেভাবে মৃত ব্যক্তির গোশত কেটে ভক্ষণ করা হলে মৃত ব্যক্তির কোনো কষ্ট হয় না, তেমনি কারও গীবত করা হলে সে অনুপস্থিত থাকায় তারও কোনো কষ্ট হয় না। এভাবে মৃত ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ অত্যন্ত খারাপ ও নিকৃষ্ট কাজ, যা মানুষের রুচি বিরুদ্ধ। ঠিক গীবতও এ রকম।

হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যারা গীবত করবে এরা ইহকালে যদিও ভালো ভালো নেক আমল করে, রোজা রাখে বা অন্যান্য ইবাদত করলেও এদের পুলসিরাত অতিক্রম

করতে দেওয়া হবে না। বরং তাদেরও বলা হবে- তোমরা গীবতের কাফ্‌ফারা না দেওয়া পর্যন্ত সামনে এগুতে পারবে না। '

অথচ পুলসিরাত অতিক্রম না করে কারও পক্ষেই জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বোঝা গেল, গীবতকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

জাহান্নামে গীবতকারীদের দেহ থেকে গোশত ঝরে পড়বে। এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'কঠিন শাস্তি ও দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে মানুষের নিন্দা করে থাকে। ' প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, আগুন যত দ্রুত শুষ্ক কাঠকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। গীবত তার চেয়েও অতি দ্রুত বান্দার নেক আমলগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। '

গীবত বা পরচর্চা নামাজ-রোজা বাদ দেওয়ার চেয়েও নিকৃষ্টতম। গীবত বর্তমানে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েজ যেমন-

১. অত্যাচারী জালেম শাসকের সম্পর্কে গীবত করা যাবে।

২. কারও দোষ দূর করার জন্য গীবত করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

৩. কোনো ব্যক্তিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য বা পাপ কাজ থেকে লজ্জা দেওয়ার জন্য গীবত করা যাবে।

৪. কাউকে কোনো ভালো শিক্ষা ও সৎ পথে আনার উদ্দেশ্যে ওই ব্যক্তির গীবত করা যাবে।

৫. দ্বীন ইসলামের প্রতি উৎসাহী করার জন্য গীবত করাও বৈধ।

৬. কেউ যদি বিয়ের উদ্দেশ্যে কারও কাছে পাত্র বা পাত্রীর সম্পর্কে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করে বা জানতে চায়। তাহলে নিয়ম হলো- দোষ-ত্রুটি থাকলে তা বলে দেওয়া। তা গীবত হবে না। কারণ ওই পাত্র বা পাত্রীর দোষ-ত্রুটি এখন না বললেও বিয়ের পরে যখন প্রকাশ পাবে তখন দাম্পত্য জীবনে অনেক ফেৎনা-ফ্যাসাদ ও ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে।

আমাদের পুরোপুরি ধর্মীয় জ্ঞান না থাকার কারণে দৈনন্দিন কতই না পরনিন্দা করে যাচ্ছি। আর এ নিন্দার মাধ্যমে পরস্পরের দোষচর্চা হয়ে থাকে বলে তাকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়তই জন্ম নিচ্ছে হিংসাবিদ্বেষ, ঘৃণা, আর তা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদ, হানাহানিসহ বিভিন্ন ফেৎনা-ফ্যাসাদ। এর মাধ্যমে পরস্পরের আত্মবিশ্বাস ও সহমর্মিতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সমাজে, যার ফলে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন হয়ে ওঠে অশান্ত ও গ্লানিময়।

অতএব, আমাদেরসবার উচিত অন্যের দোষ-ত্রুটি অপরের কাছে আলোচনা না করে নিজের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে তা সংশোধন করতে সচেষ্ট থাকা। তাহলে পরনিন্দা করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকার তওফিক দান করুন। আমিন।

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111545226/